মার শালাদের মার

আবু তাহের

আবু তাহের এর জন্ম ১৯৬৮ সালের ১২ মে, সিলেটে। বাবা মোঃ মোক্তার আলী। মা মরহুমা মাচুমা খাতুন।

স্কুল জীবন থেকেই ছড়া লিখে আসছেন এই সময়ের নির্ভীক তরুণ ছড়াকার আবু তাহের। তাঁর ক্ষুরধার ছড়া গুলো সর্বদা আঘাত করে স্বাধীনতা যুদ্ধোত্তর মুখোশধারী সমাজ সেবক আর তথাকথিত রাজনীতিবিদদের। স্বদেশে কিংবা বিশ্ব সামাজিকতায় মানুষ মানুষে ভেদাভেদ আর অসংগতি দেখলেই তিনি ঝলসে ওঠেন। মানুষের চিরন্তন অগ্রযাত্রার আকুল আকাঙ্খা বুকে ধারণ করে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন ক্রমশ। তাঁর প্রতিবাদী কন্ঠ সর্বক্ষণ সোচ্চার। তাঁর রয়েছে সমাজ, রাজনীতি ও ব্যক্তি জীবন তীব্র পর্যবেক্ষণের অভিজ্ঞতা। মানুষের নৃশংসতা, বর্ণ বৈষম্যবোধ ও রক্তক্ষয়ী প্রবণতাকে লেখনীর মাধ্যমে উৎপাটনের মানসে দেশে ও বিভুঁইয়ে যারা কলমকে সাহসী অস্ত্র হিসেবে নিয়েছে 'আবু তাহের' তাদেরই একজন।

ব্যক্তি আবু তাহের বিলেতের একটি একাউন্টিং ফার্মে কর্মরত। লেখালেখির পাশাপাশি তিনি সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের একনিষ্ঠ সংগঠক। কেবল দেশে নয়, যুক্তরাজ্যেও তাঁর সামগ্রিক পরিচিতি বিদ্যমান।

'মার শালাদের মার' এটি আবু তাহের এর প্রথম ছড়াগ্রন্থ।

স্বত্ব তানভীর সিদ্দিকী
প্রথম প্রকাশ ১ফেব্রুয়ারী ১৯৯৫
প্রকাশক তালাত সিদ্দিকী
এম এ রউফ এন্ড কোং
৬৮ ব্রিকলেন দু'তলা
লন্ডন ই১ ৬ আর এল ইউকে
পরিবেশক আগামী প্রকাশনী
৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০

প্রচ্ছদ ও অলংকরন উত্তম সেন
অক্ষর বিন্যাস মাহমুদ কম্পিউটার
মুদ্রন হৃদি প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স

মুল্য পঁচিশ টাকা
দুই পাউন্ড

© TANBIR SIDDIQUI
First Published: 1st February 1995
Publisher : TALAT SIDDIQUI
M A Rouf & Co.
68 Brick Lane
London E1 6RL
Distributor: AGAMI PROKASHONI
26 Banglabazar, Dhaka. 1100

Cover & Design: UTTAM SEN
Type-Setting : Mahmud Computer
Printing: Reedi Press & Publications

Price : Tk 25
UK £ 2

ছক্কু সমাচার-১

ছক্কু মিয়া আজব নেতা
সব কিছুতে ভন্ডামী
রাস্তা ঘাটে ঢোল পিটিয়ে
করেন শুধু গুন্ডামী।
তিনি পোষেন লাঠিয়াল
লড়কে লেংগে বাহিনী
তিনি লিখেন স্বাধীনতার
ইতিহাসের কাহিনী।
ছক্কু মিয়ার যুগ এসেছে
কেউ বলেনা কথা
ছক্কু মিয়া তাইতো দেশে
মস্ত বড় নেতা।

আলবদর নেতা

বড় নেতা হবো বলে
দল বেঁধেছি ভাই
একটু আধটু ভাষন দেই
লোকে চিনুক তাই।
দৌড়াদৌড়ি বেশী করি
সবাই কর্মী বুঝুক
বড় নেতা হতে হলে
এটাই আসল সুযোগ।
হরতালে সামনে থাকি
ভাংগতে মোটর কার
আমি যে ভাই এক সময়
ছিলাম রাজাকার।
মুক্তিবাহিনী মারছি কত
'৭১ এর যুদ্ধে
সেই কথাটি গোপন রেখে
আজকে সবার উর্ধ্বে।
আল–বদর ছিলাম বলে
বলতে সাহস কার?
আমি এখন দলের নেতা
নইতো রাজাকার।

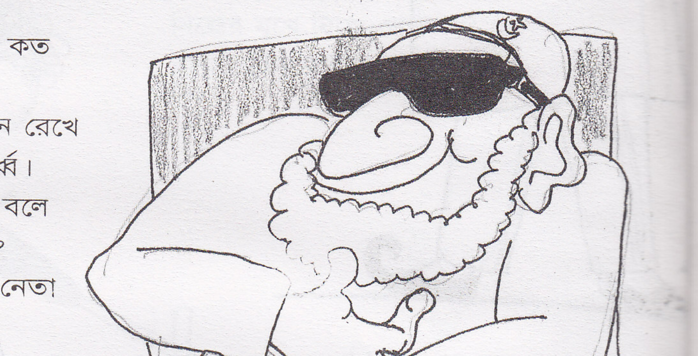

রাজাকারের ছড়া

১.
গরু স্বাধীন ছাগল স্বাধীন
স্বাধীন ভেড়ার পাল
স্বাধীন হয়ে লুটছে কারা
দেশের মালামাল?

২.
বুঝলি হারামজাদা
রাজাকারের দাদা
চামড়া খুলে লবন ছিটে
লাগিয়ে দেবো ধাঁ ধাঁ।

৩.
নেতা স্বাধীন নেত্রী স্বাধীন
স্বাধীন বাংলাদেশ
রসাতলে গণতন্ত্র
আহা বেশ বেশ বেশ।

দাসত্বের চাপ

দাসত্বের চাপ আগের মতো
ক্যামন যেন বাড়ছে
কথার সাথে উঠে বসে
কত নড়ন নড়ছে
কোথা থেকে আদি যুগ
আবার ফিরে এলো
সমাজ গড়ার ন্যায় নীতি
কোথায় চলে গেল
যুদ্ধ শিখছে পথে ঘাটে
এই সমাজের 'পরে
মানুষদের মারছে ধুকে
নতুন বিধান করে।
রাতারাতি বদলে যেত
এই দেশেরই হাল
ঝেটিয়ে যদি তাড়িয়ে দিতাম
জ্বী হুজুরের পাল।

নেতার দাপট

ঠিক আছে ভাই ঠিক আছে
তোমার কথাই ঠিক আছে
সব কাজেই তুমি মহা কাজী
তোমার পোষা গুন্ডা এবং পাজী
আজকে তুমি মস্ত বড় নেতা
তাইতো দেশে তোমার স্বাধীনতা।

ভন্ড নেতা

বিলেত শহর সবচে' বেশী
গোলাম পাওয়া সস্তা
দেশ থেকে এসে নেতা
টাকা গুনে বস্তা
সপিং করে গাভনার সাথে
চড়ে আবার গ্রানাডা
গপ্প মারে বিলেত পরে
সভা আছে কানাডা
ভন্ড নেতার গোলামীতে
বিলেত সবাই ধন্য
বিলেত এসে এসব নেতার
এটাই হচ্ছে পূণ্য।

নমস্কার

রোজ সকালে কাজের পথে
খানের সাথে দেখা
সেই খানেরই খবর দেখি
পত্রিকাতে লেখা
বিরাট একখান ছবি আর
সাথে বায়োডাটা
যুদ্ধে যেন নামল খান
হাতে নিয়ে ঝাঁটা।
রাজনীতিতে উদার মন
খুবই পরিষ্কার
ব্রিকলেনে দাঁড়িয়ে থাকে
পেতে নমস্কার।

বিলেতি রেষ্টুরেন্ট

রহিম মোল্লা আলিম মানুষ
ব্যবসা করে মদের
মাছ মাংস হালাল খায়
খায় টাকা সুদের।

বিলেতি রেষ্টুরেন্ট

রহিম মোল্লা আলিম মানুষ
ব্যবসা করে মদের
মাছ মাংস হালাল খায়
খায় টাকা সুদের।

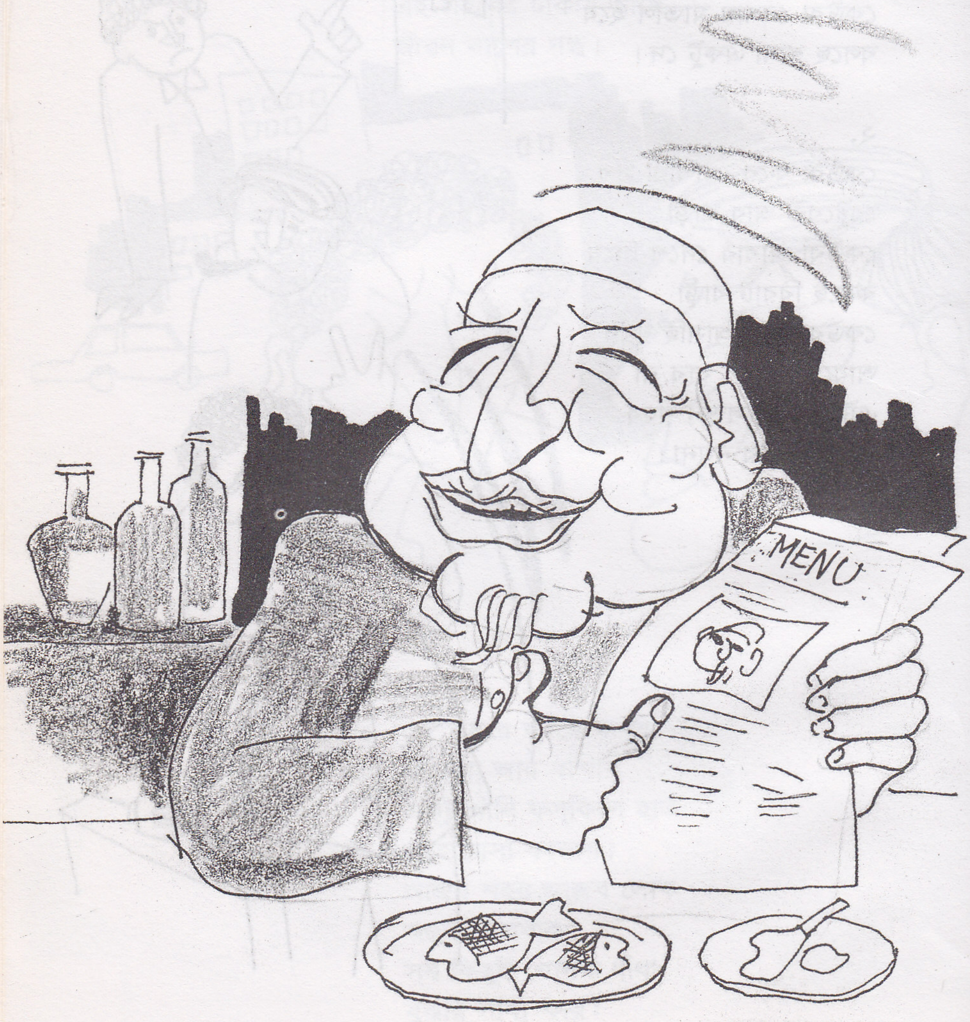

বৃটিশ-বাঙালী

আমরা হলাম বৃটিশ জাতি
নয়কো আর ফরেন
তোমার আমার সবার এদেশ
যা খুশি তাই করেন।
বর্ণবাদী রোগটা মাথায়
নিয়ে কেন ঘুরেন
রোগ ছাড়াতে বাঘের লেজে
একটু খানি ধরেন।
বাঘের নৃত্য হর হামেশা
দেখে কেন ডরেন
আমরা হলাম বৃটিশ জাতি
নয়কো আর ফরেন।

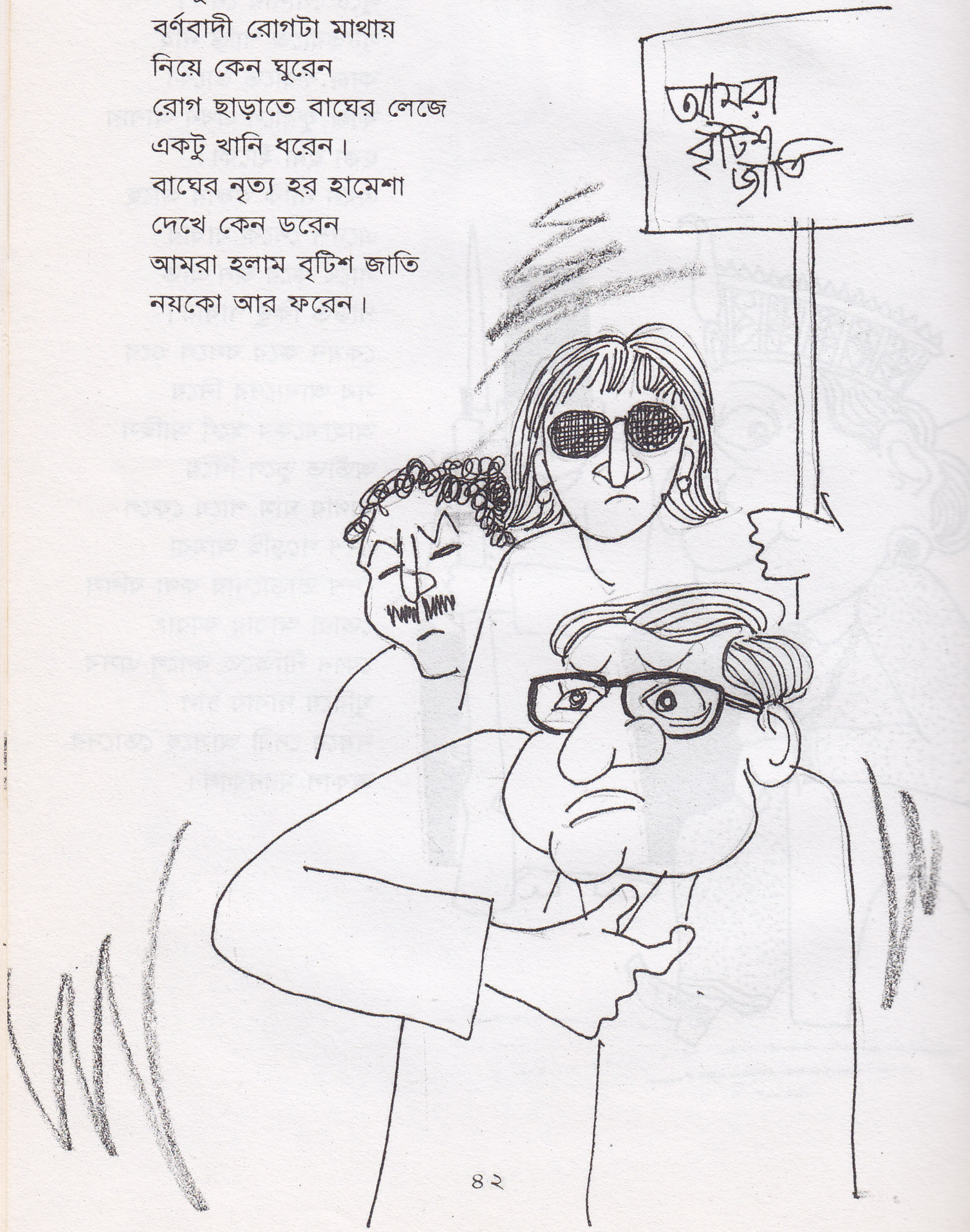

রক্তের রঙ লাল

কার গায়ের রক্ত কালো
কার গায়ের সাদা
সাদা কালোর নেই ভেদাভেদ
বলে গেছেন দাদা।
সাদা কালোর রক্ত তোরা
এক বোতলে ভর
এই জগতে কেবা আছে
রক্ত আলগ্ কর।

হামলা রুখবই

১.

বিলেত এখন চতুর্দিকে
বইছে গরম হাওয়া
বর্ণবাদী হামলা চলে
ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া।
কি হয়েছে কি হলো
সবার কান খাড়া
বর্ণবাদ করব নিপাত
একটু খানি দাঁড়া।

২.

ওরা যদি করে আবার
বর্ণবাদী হামলা
আর যাবনা করতে এবার
তাদের ওপর মামলা।
পণ করেছি নামব মাঠে
যাহা করেন আল্লা
বলব এবার উঁচু গলায়
লে–ঠেলাটা সামলা।